মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জুলাই ২০১৭–জুন ২০২০

উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে:

এসএসএস

কারিগরি সহায়তায়:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

আর্থিক সহযোগিতায়:

IFAD
Investing in rural people

মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জুলাই ২০১৭–জুন ২০২০

উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
এসএসএস

কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

আর্থিক সহযোগিতায়:
IFAD
Investing in rural people

প্রকল্প মূল্যায়নে:
ড. মো. আবদুল হেলিম খান
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
সরেজমিন গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), টাঙ্গাইল

সম্পাদনায়:
আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

রচনায় ও সার্বিক সহযোগিতায়:
প্রদীপ কুমার সরকার
কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর

মো. ওয়ালিউল্লাহ্
সিনিয়র সহ. কর্মসূচি ব্যবস্থাপক
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

কৃতজ্ঞতায়:
মো. এরফান আলী
ভ্যালুচেইন ম্যানেজার
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

এসএসএস প্রারম্ভিক-পর্ব থেকে মৌলিক অর্থনীতির সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা বিশেষ করে--কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও সংস্করণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। গ্রামীণ ও শহরের সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান-বর্ধন ও কল্যাণ সৃষ্টিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। সংস্থা নব-প্রযুক্তি ও আপন সৃজনশীলতার সমন্বয়ে অভীষ্ট পরিবারসমূহের অর্থসামাজিক-পটের ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রায় তিন-যুগ ধরে উন্নয়ন-বান্ধব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত।

পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য-পুষ্টি উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পিছিয়েপড়া জনতার ক্ষমতায়নে সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত। উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প সংস্থার এরূপ একটি কার্যক্রম। এসএসএস জুলাই ২০১৭ পেস প্রকল্পের একটি উপপ্রকল্প হিসেবে এই কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমটি পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহায়তায় এবং ইফাদের অর্থায়নে সংস্থার টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার চারাবাড়ী ও দাইন্যা শাখায় বাস্তবায়িত হয়।

আমাদের দেশে ড্রাগন একটি অচেনা ফল। এই ফলের চাষ শুরুর দিকে কৃষক-সমাজে অনিহা ছিল। তবে, ড্রাগন ফল-চাষ পদ্ধতি, বাজার চাহিদা, সম্প্রসারিত মুনাফা, বাগানের স্থায়িত্ব (২৫-৩০ বছর) ইত্যাদি কারণে এটি ইতোমধ্যে কৃষকগণকে আকৃষ্ট করেছে। প্রকল্পটি হতে প্রাথমিক অবস্থায় ২০ জন চাষিকে আর্থিক অনুদান, কারিগরি ও সহায়ক অন্যান্য সেবা-পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এরফলে নতুন এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অনুপ্রেরণা সৃজন সম্ভব হয়। উদ্দিষ্ট কৃষকগণ শুরুতে প্রত্যেকে ১০ শতাংশ জমিতে ড্রাগন-ফল চাষ শুরু করে। বিগত ২০১৭-২০২০ সময়ে তারা এই প্রকল্প হতে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের চেয়েও বেশি মুনাফা অর্জন করেন। বর্তমানে তারা ড্রাগনের ব্যাপক আকারে বাগান স্থাপন শুরু করেছেন। অন্যদিকে সংস্থার অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনুপ্রাণিত হয়ে ড্রাগন-ফল চাষে নিবেদিত হয়েছেন। এই অর্জন এসএসএস ও দাতা সংস্থার এক বড় সাফল্য।

ড্রাগন ফল-চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রকল্পটি আমাদের দেশের জন্য প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ কার্যক্রম। ড্রাগন-ফল চাষ উপযোগী জলবায়ু, চাষ-পদ্ধতি, ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য-পুষ্টির সরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রকল্পটির গুরুত্ব উন্নয়নের নির্ভরযোগ্য কলাকৌশলের দিকে ধাবিত করছে। দেশের সকল অঞ্চলে ড্রাগন-ফলের চাষ ছড়িয়ে দিলে সাধারণ জনগণের আয় ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবে। তারা জাতীয় অর্থনীতিতে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখবে।

ড্রাগন-ফল চাষে বিদ্যমান সমস্যা ও বাধা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকরি প্রতিটি-স্তর হতে উদ্যোগ গ্রহণ একান্তভাবে আবশ্যক। আমি প্রকল্পের দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এসএসএস ও সাধারণ জনতার শ্রীবৃদ্ধি অনন্ত-পথে এগিয়ে চলুক--এই আমার নির্মোহ প্রত্যাশা।

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক

বিষয়-বস্তুর ক্রমপত্র

এসএসএস পরিচিতি ০১

অধ্যায়-০১

প্রকল্প পরিচিতি ০৩

অধ্যায়-০২

ড্রাগন-ফল পরিচিতি ০৮

অধ্যায়-০৩

ড্রাগন ফলচাষ পদ্ধতি ১১

অধ্যায়-০৪

প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও মূল্যায়ন ১৫

অধ্যায়-০৫

সাফল্য গাথা ২৩

অধ্যায়-০৬

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা...........................২৬

পরিদর্শন..২৭

শেষবার্তা..২৮

এসএসএস পরিচিতি

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) জাতীয়-পর্যায়ের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৬ সালে সমদর্শনে আবদ্ধ কিছুসংখ্যক উদ্যমী ব্যক্তির নির্মোহ প্রচেষ্টায় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি ও কল্যাণ ঐতিহ্যে আগুয়ান এ-সংস্থাটি বর্তমানে উন্নয়ন ও জনবান্ধব বহুমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। এসএসএস-এর সকল সেবাপরিষেবা সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক গতিধারায় পরিচালিত, সাধারণ জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ-সাধনে নিবেদিত।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

সমাজ-সভ্যতায় সুবিধাবঞ্চিত, কিন্তু নিজের মঙ্গলবর্ধনে আকৃষ্ট জনসাধারণ এসএসএস-এর অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এসএসএস-এর উন্নয়ন বলয়ে ৬,৮৩,৩৭৯টি পরিবার দলীয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিবারসমূহ হতে ৬,৬২,৫৩০ জন নারী, ১৮,৫৭৪ জন পুরুষ এবং ২,২৭৫ জন শিশু সংস্থা হতে প্রত্যক্ষভাবে সেবাপরিষেবা গ্রহণ করে। সামষ্টিক বিবেচনায় সংস্থা হতে ৬০ লক্ষেরও বেশি জনসাধারণ ভিন্নমত্রায় বিবিধভাবে সুবিধা আহরণ করছে।

চিত্র-১.১: অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর বিভাজন

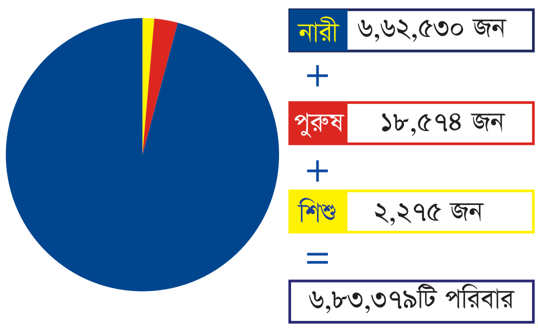

মানবসম্পদ

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংস্থায় বিভিন্ন-স্তরে ৪,৬৭৪ জন কর্মী নিয়োজিত। এরমধ্যে ১,১৭৭ জন নারী এবং ৩,৪৯৭ জন পুরুষ। অন্যদিকে কর্ম-বৈচিত্রে তাদের মধ্যে ৪,৪৪৫ জন নিয়মিত কর্মী এবং ২২৯ জন প্রকল্প-কর্মী।

কার্যক্রম

এসএসএস দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে বহুবিধ কর্মকাণ্ড আপন সৃজনশীলতায় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এদেরমধ্যে সম্পদ, সক্ষমতা ও সুযোগের সর্বোচ্চ সুব্যবহার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সংস্থা নিবিড় ও বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়ন করছে আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচি। সমাজ ও পরিবারের সুষম উন্নয়নে সংস্থা কর্ম-বলয়ে প্রযুক্ত করেছে দারিদ্র্য নির্বাপক, কল্যাণমুখী, উন্নয়নবান্ধব ও উদ্ভাবনী বেশকিছু কার্যক্রম। নিম্নে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলেধরা হলো:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
- আর্থিক পরিষেবা
- কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন
- সমৃদ্ধি

কল্যাণমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড
- স্বাস্থ্যসেবা
- শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন এবং কারিগরি শিক্ষা
- সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন
- সামাজিক উন্নয়নে কল্যাণমূলক কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও প্রকাশনা
- অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং

১ প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম

উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প।

কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায়:

- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
- ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপম্যান্ট (ইফাদ)

প্রকল্পের লক্ষ্য

উচ্চ মূল্যমানের ফলচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের মাঝে ড্রাগন ফলচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা।
- একই জমিতে ফল ও সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে জমির বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- উচ্চ মূল্যের ফলচাষের মাধ্যমে আয়বর্ধনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা।

কর্মএলাকা

ইউনিয়নঃ দাইন্যা

উপজেলাঃ টাঙ্গাইল সদর

জেলাঃ টাঙ্গাইল।

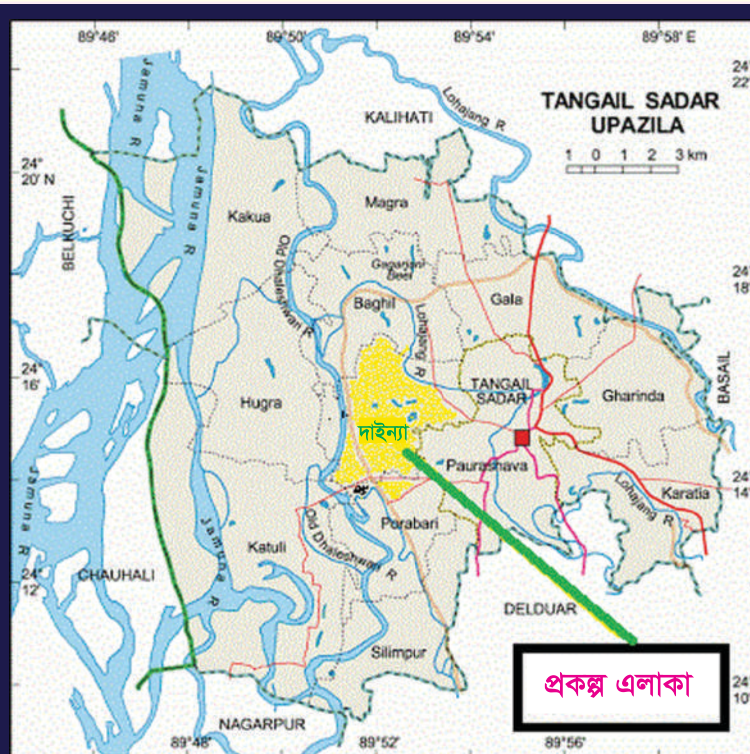

প্রকল্পের মেয়াদ

০১ জুলাই ২০১৭ থেকে
৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত।

উদ্যোক্তার সংখ্যা

২০ জন।

উদ্যোক্তা প্রতি ড্রাগন ফল চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (কমপক্ষে)

প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তা প্রতি কমপক্ষে ১০ শতাংশ জমিতে ড্রাগন ফল চাষ করা হয়েছে।

গৃহীত কর্মকাণ্ড

প্রকল্পের গৃহীত কর্মকাণ্ডঃ

- ড্রাগন ফল চাষে খামার ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে নির্বাচিত চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ড্রাগন ফল গাছের পরিচর্যা, ফল আহরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে নির্বাচিত ফল চাষিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ড্রাগন ফলচাষ করতে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ড্রাগন ফলের বাজার প্রসারের জন্য সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- ড্রাগন ফল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য সকল খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

সারণি-৩: বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ

ক্রম.	প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অংশগ্রহণকারী (প্রতি ব্যাচ)	প্রতি ব্যাচে বরাদ্দকৃত বাজেট (টাকা)
১	প্রকল্প বিষয়ক স্টাফ ওরিয়েন্টেশন	১ টি	২৫ জন	১০,০০০ টাকা (কর্মশালা)
২	ড্রাগন ফল চাষ বিষয়ে কৃষক ও সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক একদিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ	২ টি	২০ জন	১১,০০০ টাকা (প্রতি ব্যাচ)
৩	ড্রাগন ফল গাছের পরিচর্যা, ফল আহরণ এবং প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২ টি	২৫ জন	৮,৫০০ টাকা (প্রতি ব্যাচ)
৪	সিমেন্ট পিলার, লোহার রড, সাইকেল/মোটরসাইকেলের পুরাতন টায়ার ইত্যাদি ক্রয় বাবদ সহায়তা প্রদান	২০ জন	২০ জন	৬,০৫০ টাকা (প্রতিজন)
৫	ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	১৫ টি	১৫ জন	১,৫০০ টাকা (প্রতিজন)
৬	মাঠ দিবস	১০ টি	৫০ জন	৩,৫০০টাকা (প্রতিটি)
৭	সফল ড্রাগন ফল খামারে ক্রস ভিজিট	১ টি	২০ জন	২৫,০০০ টাকা (প্রতি ব্যাচ)
৮	সংযোগ কর্মশালা	২ টি	২৫ জন	৮,৯০০ টাকা (প্রতি ব্যাচ)
৯	প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	১ টি	-	৫০,০০০ টাকা
১০	প্রকাশনা	১ টি	-	৬০,০০০ টাকা

উপকারভোগী

প্রকল্পের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী: মোট ২০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে " উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ" প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ০৩ জন ক্ষুদ্র ও ১৭ জন প্রান্তিক চাষি যাদের কমপক্ষে ১০ শতক বন্যামুক্ত সুনিষ্কাশিত, দায়মুক্ত, উর্বর জমি বিদ্যমান। তারা এসএসএস দাইন্যা ও চারাবাড়ী শাখার সমিতিভুক্ত সদস্য।

চিত্র-২: চাষির ধরন

চিত্র-৩: চাষির নারী-পুরুষ বিভাজন

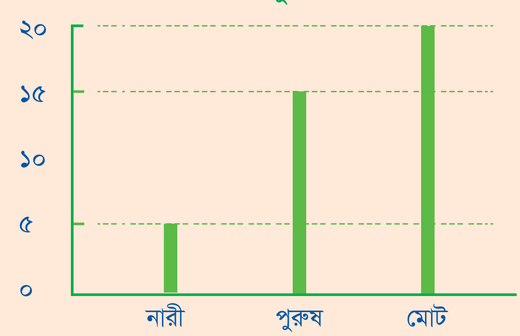

প্রকল্পের বাজেট

চিত্র-৪: প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ

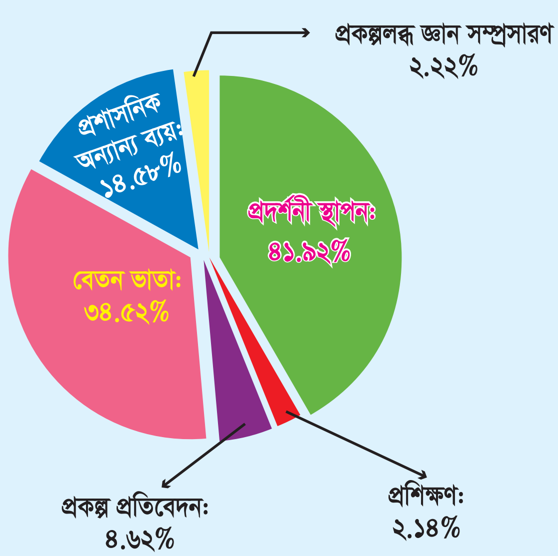

সারণি-৪: প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে বাজেট

বিবরণ	টাকা
প্রদর্শনী স্থাপন	৯,৯৭,৫০০
প্রশিক্ষণ	৫১,০০০
প্রকল্প প্রতিবেদন	১,১০,০০০
বেতন ভাতা	৮,২১,৭০০
প্রশাসনিক অন্যান্য ব্যয়	৩,৪৭,০০০
প্রকল্পলব্ধ জ্ঞান সম্প্রসারণ	৫২,৮০০
মোট	২৩,৮০,০০০

২

ড্রাগন ফল পরিচিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। দেশের ৭৭ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অথর্তনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি। জিডিপির ২১ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। আমাদের শ্রম শক্তির ৪৮ শতাংশ এখাতে নিয়োজিত। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.০৬ হেক্টর। বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৯৫ শতাংশ। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে দেশিয় জাতের কোন-না-কোন দেশি ফলের চাষ হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ শুরু হয়েছে। চাহিদা ও মুনাফার দিক বিবেচনায় বিদেশি জাতের ফল লাভজনক। আমাদের দেশের আবহাওয়াও এজাতীয় ফল চাষের জন্য উপযোগী।

বিদেশি ফলের মধ্যে ড্রাগন অন্যতম ও অতি সম্ভাবনাময় একটি ফল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শহরে ড্রাগন ফল কেজি প্রতি তিনশত টাকা হতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। গাছ লাগানোর বার মাসের পর থেকে ফলন আসতে শুরু করে। ছত্রিশ মাস সময় হতে একর প্রতি ১০-১২ টন ফল উৎপাদন করা এই ফল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

ড্রাগন ফল

ইংরেজিতে ড্রাগন ফলকে বলা হয় Pitaya বা pitahaya. এটি সাধারণত মেক্সিকোর স্থানীয় ফল। পরবর্তী সময়ে আমেরিকা হতে শুরু করে ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত এর চাষ বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইসরাইল, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় ফলটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ফলে এসকল অঞ্চলে ড্রাগনের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। ড্রাগন ফল সাধারণ টক (stenocereus) ও মিষ্টি (hylocereus) জাতের হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মিষ্টি জাতের ড্রাগন ফলের চাহিদা বেশি।

উৎপাদনশীলতা

ড্রাগন ফল হলো ক্যাকটাস জাতীয় দ্রুতবর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী গাছ। এগাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃতকরণের জন্য (ভাটিক্যাল পোল) খুঁটির প্রয়োজন হয়। বাগান স্থাপনে প্রাথমিক অবস্থায় জমি প্রস্তুত, চারা রোপণ এবং পরিচর্যার জন্য এককালীন বিনিয়োগের দরকার হয়। তবে চারা রোপণ ও খুঁটি স্থাপণের পর কিছু পরিচর্যা করলে প্রতিটি গাছ হতে ২৫/৩০ বছর পর্যন্ত লাভজনকভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়। ড্রাগন ফলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে থাই পেয়ারা ও বিভিন্ন শাক সবজির চাষ করা যায়। এতে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য যে, চারা রোপণের তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের টাকা ওসুল করা যায়।

বছরে প্রায় ছয় মাস ফল পাওয়া যায়, যা সাধারণত মে হতে নভেম্বর মাসে আরহণ করতে হয়। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, রোপণের প্রথম তিন বছর প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ৩-৪ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি) ফল পাওয়া যায়। গাছের বয়স ০৩ বছরের বেশি হলে প্রতিটি খুঁটি হতে গড়ে ১০ থেকে ১২ কেজি (প্রতি বিঘা হতে ১.৫ থেকে ২.০০ টন) ফল উৎপাদন করা যায়।

ড্রাগন ফলের পুষ্টিমান ও স্বাস্থ্য উপকারিতা

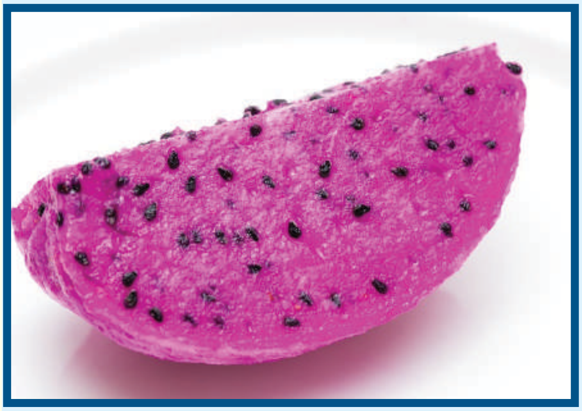

পাকা ড্রাগন ফলের খোসা লাল। শাঁস গাঢ় গোলাপী রং ও রসালো। এতে টিএসএস ১৩.২২ শতাংশ থাকে। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮১ শতাংশ। বীজ ছোট ছোট আকৃতির কালো ও নরম। এটি মাধ্যম স্তরের পুষ্টিকর ফল। ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণ তুলনামুলকভাবে কম থাকে। এর বীজে বাদামের স্বাদ পাওয়া যায়। বীজসমূহে বিশেষ উপকারী লিপিড জাতীয় পদার্থ, যেমন-মাইরিস্টিক অ্যাসিড, পালমিটিক অ্যাসিড, স্টেয়ারিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিড, লিনোলিইক অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে। এতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান শরীরের ওজন কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রক্তের কোলেস্টেরল ও শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি হৃদপিণ্ডকে সতেজ করে, পরিপাকতন্ত্রকে পরিষ্কার রাখে। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসে, সন্ধিবাত প্রতিহত হয়। যুবক-যুবতিদের মুখে ব্রুণ ওঠা প্রতিরোধ করে, ত্বকের সানবার্ণ হতে রক্ষা করে।

সারণি-১: ১০০ গ্রাম ড্রাগন ফলে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

পুষ্টি উপাদান	পরিমাণ
পানি	৮২-৮৩ গ্রাম
আমিষ	০.১৬-০.২৩ গ্রাম
চর্বি	০.২১-০.৬১ গ্রাম
আঁশ	০.৭০-০.৯০ গ্রাম
বিটা ক্যারোটিন	১২.০৬ মাইক্রো.গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৬.৩০-৮.৮০ মিলি গ্রাম
ফসফরাস	৩০.২০-৩৬.১০ মিলিগ্রাম
আয়রন	০.৫৫-০.৬৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি- ১	০.২৮-০.৪৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি- ২	০.০৪৩-.০৪৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি- ৩	০.২৯৭-০.৪৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি	৪১.২৭ মিলিগ্রাম.
থায়ামিন	০.২৮-০.৩০ মিলিগ্রাম
রিবোফ্লাভিন	০.০৪৩-০.০৪৪ মিলিগ্রাম
নায়াসিন	১.৩০ মিলিগ্রাম
ফাইবার	০.২৮ গ্রাম

তথ্য: এভিনোয়াম নার্ড ও ইউসেফ মিজরাহী, ২০১৩; J.Amer.Soc.Hort.Soci, 123(4); 560-562,1998) ও ড্রাগন ফ্রুট কালটিভেশন ইন শ্রীলঙ্কা।

৩ ড্রাগন ফলচাষ পদ্ধতি

জলবায়ু

ট্রপিকাল জলবায়ু ড্রাগন ফল চাষের জন্য উত্তম। ড্রাগন ফল চাষ করতে কমপক্ষে ৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত ও ২০-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বেশি পরিমাণ আলো এফল চাষের জন্য অনুকূল নয়, সেক্ষেত্রে গাছে ছায়া প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাটি

বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি ড্রাগন ফল চাষের জন্য উপযোগী। তবে জৈব পদার্থযুক্ত বেলেমাটি ড্রাগন ফল চাষের জন্য উত্তম। মাটির p^H মান ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে থাকলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। যে সকল জমিতে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ড্রাগন চাষ করতে হবে। কেননা,পানি জমে গেলে ড্রাগনের গাছের গোড়া পঁচে যায়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

উঁচু ও মাঝারী ঢালু জমি ড্রাগন ফল চাষের জন্য উপযুক্ত। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, আগাছামুক্ত ও সমান করতে হবে। চারা রোপণের পূর্বে প্রচুর জৈবসার, যেমন- ভার্মি কম্পোস্ট সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী এবং পাহাড়ি জমিতে কন্টুর (ক্রমোন্নত স্তর) পদ্ধতিতে ড্রাগনের কাটিং রোপণ করতে হবে। এরপর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর (বৈশাখ-আশ্বিন) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

চারা রোপণ

মাদা তৈরি: উভয় দিকে ২.৫-৩ মিটার দূরত্বে ৬০ সে.মি ×৬০ সে.মি. ×৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২০ কেজি জৈবসার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

চারা তৈরি (প্রোপাগেশন): অঙ্গজ উপায়ে বা বীজের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার সুবিধাজনক। সেজন্য কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিংয়ের সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও আসে তাড়াতাড়ি। কাটিং থেকে উৎপাদিত একটি গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে। সাধারণত ছয় থেকে এক বছরে গাঢ় সবুজ শাখা হতে ২০-৩০ সে.মি. লম্বা টুকরা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। কাটিং ৫০ ভাগ পঁচাগোবর ও ৫০ ভাগ বালুর মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ ৮X১০ ইঞ্চি আকারের পলি ব্যাগে স্থাপন করে ছায়া যুক্ত স্থানে রেখে দিতে হবে। ৩০-৪৫ দিন পরে কাটিংয়ের গোড়া থেকে শিকড় এবং কাণ্ডের প্রান্ত থেকে নতুন ডগা বেরিয়ে আসবে। তখন এই চারা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিং কলম সরাসরি মূল জমিতেও লাগানো যায়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর মাঝখানে ৪ মিটার লম্বা সিমেন্টের শক্ত খুঁটি স্থাপন করতে হবে। খুঁটি মাটির উপরে ৩ মিটার অবশিষ্ট থাকে। তারপর খুঁটির চারদিকে ৫০ সেমি. দূরত্বে ৪টি চারা রোপণ করতে হবে। পরপরই পানি দিতে হবে। ড্রাগনের গাছ নুয়ে পড়ে এবং ১.৫-২.৫ মিটার লম্বা হয়। তাই সহায়ক হিসাবে খুঁটি ব্যবহার করতে হয়। চারা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেলের রশি দিয়ে খুটির সাথে বেধেঁ দিতে হবে। গাছ বড় হলে কাণ্ড থেকে শিকড় বের হয়ে খুঁটি আঁকড়ে ধরে। প্রতিটি খুঁটির মাথায় একটি মোটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে এবং গাছের মাথা ও অন্যান্য ডগা টায়ারের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এইরূপ ঝুলন্ত গাছের ডগায় ফল ধরার পরিমাণ বেশি হয়। চারা রোপণের এক মাস পর থেকে এক বছর পর্যন্ত তিন মাস অন্তর প্রতি গর্তে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: মাটির উর্বরতা ও ধরনের ওপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। ড্রাগনের ফলন ও গাছের বৃদ্ধিতে জৈবসার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতি গাছের জন্য গড়ে ১০ কেজি হারে জৈব সার প্রয়োজন। প্রতিবছর ২ কেজি হারে এই সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ফলধারণ অবস্থায় স্বল্পমাত্রায় নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম অধিক ফলন পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সাথে সাথে গাছের যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য জমিতে প্রয়োজন মাফিক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি-২: বিভিন্ন বয়সের ড্রাগন গাছের সারের পরিমাণ

গাছের বয়স	খুঁটি/গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ/বছর			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয় (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩ বছর	৪০-৫০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৬ বছর	৫০-৬০	৩৫০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	৬০-৭০	৪০০	৩৫০	৩৫০
১০ বছরের বেশি	৭০-৮০	৫০০	৫০০	৫০০

সারণি-২এ উল্লেখিত পরিমাণ সার সমান তিন কিস্তিতে ফুল আসার পূর্বে (মার্চ-এপ্রিল মাসে), ফলবৃদ্ধি পর্যায়ে (জুলাই-আগস্ট মাসে) এবং ফল আহরণের পর (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছা মুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও শেষে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা: ড্রাগন গাছ অনাবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার প্রতি খুবই সংবেদনশীল। অন্যান্য গাছের তুলনায় ড্রাগন ফলে কম সেচ প্রয়োজন হয়। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটরদানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। পানির উত্তম ব্যবহারের জন্য ড্রিপ (Drip) সেচ প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। সাধারণত: শুষ্ক মৌসুমে প্রতিটি গাছের জন্য ১-২ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না-জমে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির অভাবে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

প্রুনিং ও ট্রিমিং: *ড্রাগন ফল গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা বা ডগা তৈরি করে। একটি এক বছর বয়সের গাছ ৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন উপযুক্ত ট্রিমিং ও প্রুনিং ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে চারা রোপণের ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান শাখার প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারী শাখা অনুমোদন করা হয়। ট্রিমিং ও প্রুনিং এর কার্যক্রম দিনের মধ্য ভাগে করা ভালো। ট্রিমিং ও প্রুনিং করার পর অবশ্যই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় গাছে বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই আক্রমণ করতে পারে।*

পোকামাকড় ও রোগবালাই

ড্রাগন ফল চাষে পোকামাকড় ও রোগবালায়ের তেমন কোন আক্রমণ দেখা যায় না। তবে গাছটি মিষ্টি হওয়ায় পিঁপড়ার আক্রমণ হয়। এজন্য সেভিন/ফিনিস পাউডার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গোড়াপচা ও আগাপচা রোগ ও সানবার্ন দেখা যায়। এজন্য মেনকোজের গ্রুপের যেকোন ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যায়।

ফল আহরণ ও বাজারজাতকরণ

ড্রাগন ফল গাছ সাধারণত: ১২-১৮ মাস বয়স থেকেই ফল দেয়া শুরু করে। বছরের মে-জুন মাসে ফুল ফোটা শুরু করে, এরপর একমাস হলে ফল পরিপূর্ণ হয়। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। এসময়ের মধ্যে ৫-৬ বার ফল আহরণ করা সম্ভব। অপরিপক্ক ফল উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হয়। পরিপক্ক ফল লাল রং ধারণ করে। রং পরিবর্তনের ৩-৪ দিনের মধ্যে ফল আহরণ করা উত্তম। রপ্তানির জন্য রং পরিবর্তনের একদিনের মধ্যে ফল আহরণ করতে হবে। কাঁচি দিয়ে ফলের গোড়া কেঁটে নিতে হয়। ফল কাঁটার সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার করলে ফলের গুণগতমান বজায় থাকে।

৪ প্রকল্পের বিবিধ কর্মকাণ্ড ও মূল্যায়ন

সারণি-৫: গ্রামভিত্তিক ড্রাগন ফল চাষিদের তালিকা

ক্রম.	চাষির নাম	গ্রামের নাম	চাষির ধরন
১	মোঃ হযরত আলী	চিলাবাড়ী	প্রান্তিক
২	রত্না খাতুন	চিলাবাড়ী	প্রান্তিক
৩	মোঃ তাজ উদ্দিন	ইন্দ্রবেলতা	প্রান্তিক
৪	মোঃ আঃ মান্নান	ইন্দ্রবেলতা	প্রান্তিক
৫	মোঃ মুকুল মিয়া	বাসাখানপুর	ক্ষুদ্র
৬	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	বাসাখানপুর	ক্ষুদ্র
৭	মোঃ আঃ ছালাম	চিলাবাড়ী	প্রান্তিক
৮	মোঃ হাফিজুর রহমান	লাউজানা	প্রান্তিক
৯	মোঃ ফরিদ আহাম্মেদ	দাইন্যা চৌধুরী	প্রান্তিক
১০	মোঃ নাজিম উদ্দিন	দাইন্যা চৌধুরী	ক্ষুদ্র
১১	মোছাঃ নূরজাহান	দাইন্যা চৌধুরী	প্রান্তিক
১২	লাভলী আক্তার	গ্রাম চৌবাড়িয়া	প্রান্তিক
১৩	মোঃ মজিবর রহমান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	প্রান্তিক
১৪	রওশন আরা	গ্রাম চৌবাড়িয়া	প্রান্তিক
১৫	মোছাঃ মমতা বেগম	দর্জিপাড়া	প্রান্তিক
১৬	মোঃ আবু সাঈদ মন্ডল	বিলবাথুয়াজানী	প্রান্তিক
১৭	মোঃ শাহজাহান	দাইন্যা শিবরাম	প্রান্তিক
১৮	মোঃ আকবর আলী	বড় বিন্যাফৈর	প্রান্তিক
১৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	কোনাবাড়ী	ক্ষুদ্র
২০	মোঃ আলহাজ মিয়া	কোনাবাড়ী	ক্ষুদ্র

চিত্র-৫: প্রকল্পে গ্রামভিত্তিক চাষির সংখ্যা

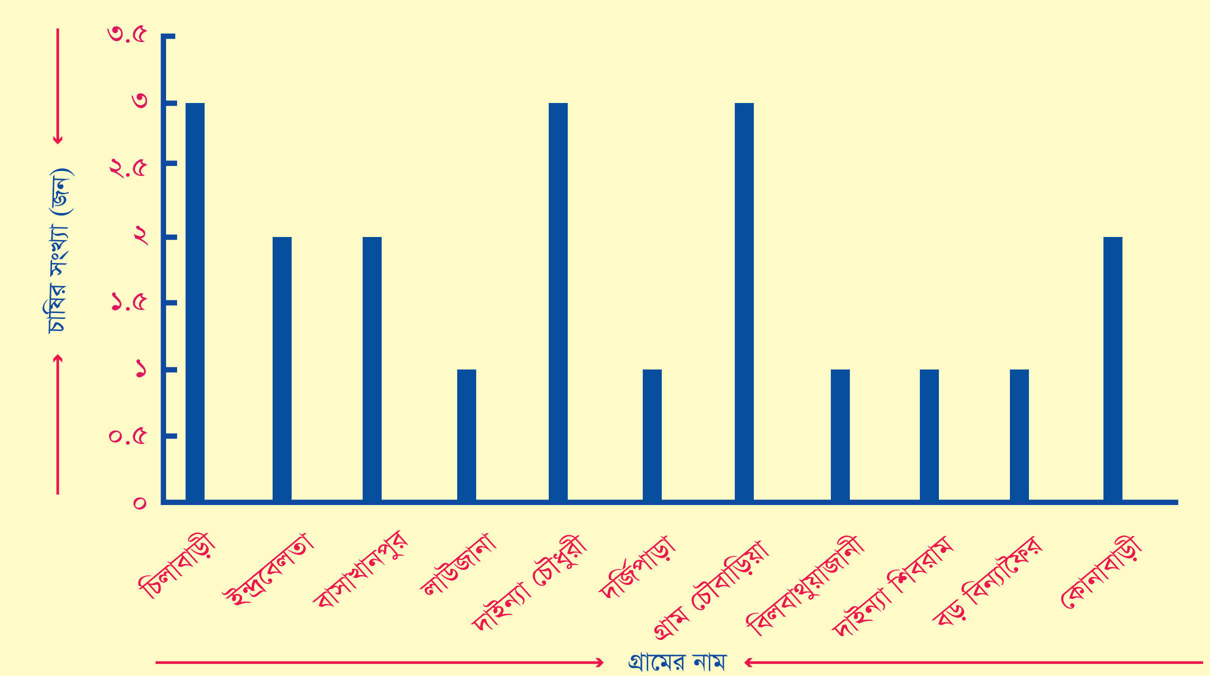

প্রদর্শনীর আকার ও আয়তন

প্রত্যেক চাষির ১০ শতাংশ পরিমাণ জমিতে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে স্থাপনকৃত খুঁটির সংখ্যা ৫৫টি ও চারার সংখ্যা ২২০টি। মোট খুঁটির সংখ্যা ১,১০০টি ও চারার সংখ্যা ৪,৪০০টি। ৫ শতাংশ মরটালিটি রেট ধরে মোট ৪,৬০০টি চারা রোপণ করা হয়েছিল।

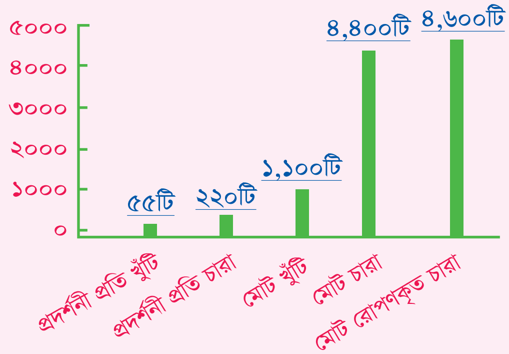

সারণি-৬: প্রদর্শনী স্থাপনের সময়কাল

ধাপ	প্রদর্শনী সংখ্যা	সময়কাল	চাষির সংখ্যা
প্রথম	৫টি	অক্টোবর ২০১৭	৫ জন
দ্বিতীয়	১৫টি	ডিসেম্বর ২০১৭	১৫ জন
মোট	২০টি	-	২০ জন

প্রদর্শনী স্থাপনের শুরুতে খুঁটি ও চারা সরবরাহে জটিলতা দেখা যায়। এই কারণে দুইধাপে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন

ড্রাগন গাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য মূলত প্রচুর জৈব সারের প্রয়োজন হয়। এরজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫টি ভার্মিকম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপনের বাজেট থাকলেও ২০ জন চাষি ভার্মিকম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করেন। ১৯ জন চাষি ভার্মিকম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপনের পাশাপাশি ট্রাইকো কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন।

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ড্রাগন ফলচাষ বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক দিকে নির্বাচিত ২০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কন্সালট্যান্ট জনাব ড. রুস্তম আলী প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন।

২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণটি অনুপ্রাণিত সদস্য ভিন্ন অন্য ১১ জন চাষীসহ মোট ২০জন উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হয়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব আরিফুল ইসলাম ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, টাঙ্গাইলের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: আবদুল হেলিম খান প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন।

সংযোগ কর্মশালা

ড্রাগন চাষি, ফল ব্যবসায়ী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে সংযোগ কর্মশালাটি ২৮ জুন ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

সারণি-৭: জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

ক্রম.	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১	স্টাফ ওরিয়েন্টেশন	০১ টি	২৫ জন
২	সফল ড্রাগন খামারে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	০১টি	২৫ জন
৩	জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ টি	৪০ জন
৪	পরিচর্যা, ফল আহরণ এবং প্যাকেটজাত বিষয়ক	০১ টি	২০ জন
৫	সংযোগ কর্মশালা	০২	৬০জন
৬	মাঠ দিবস	১০ টি	৫০০ জন
	মোট	১৬ টি	৬৭০ জন

সারণি-৮: প্রতিটি ড্রাগন প্রদর্শনী স্থাপন ব্যয়

ক্রম.	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	একক খরচ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ (টাকা)
০১.	পিলার ও টায়ার ক্রয় (স্থায়ী খরচ ২০ বছরের জন্য)	৫৫	৫০০	২৭,৫০০
০২.	চারা ক্রয় (স্থায়ী খরচ ২০ বছরের জন্য)	২২০	৬০	১৩,২০০
০৩.	সার ও বালাইনাশক(০৩ বছরের জন্য)	৫৫	১৫০	৮,২৫০
০৪.	শ্রমিক মজুরি (০৩ বছরের জন্য)	-	-	১০,৫০০
০৫.	সেচ (০৩ বছরের জন্য)	-	-	৩,০০০
০৬.	অন্যান্য (০৩ বছরের জন্য)	-	-	১,২০০
	মোট	-	-	৬৩,৬৫০

ফলন

সারণি-৯: প্রথম বছর ২০টি প্রদর্শনীর মধ্যে প্রথম দফায় রোপণকৃত ০৫টি প্রদর্শনীর ফলন ও আয় ব্যয়ের তথ্য

ক্রম	চাষির নাম	গ্রামের নাম	জমির পরিমাণ (শতক)	ফলন (কেজি)	গড় মূল্য (টাকা)	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
০১.	লাভলী আক্তার	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	৭	২৭৫	১,৯২৫	১০,৮০০
০২.	মো. মজিবর রহমান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	১২	২৭৫	৩,৩০০	১০,৮০০
০৩.	মোছা. নূরজাহান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	১৫	২৭৫	৪,১২৫	১০,৮০০
০৪.	মো. হাফিজুর রহমান	কোনাবাড়ী	১০	৬	২৭৫	১,৬৫০	১০,৮০০
০৫.	মো. আলহাজ মিয়া	কোনাবাড়ী	১০	৮	২৭৫	২,২০০	১০,৮০০
	মোট		৫০	৪৮	২৭৫	১৩,২০০	৫৪,০০০

সারণি-১০: দ্বিতীয় বছর ২০টি প্রদর্শনীর ফলন ও আয় ব্যয়ের তথ্য

ক্রম	চাষির নাম	গ্রামের নাম	জমির পরিমাণ (শতক)	ফলন (কেজি)	গড় মূল্য (টাকা)	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	নীট মুনাফা (টাকা)
১	মো. হযরত আলী	চিলাবাড়ী	১০	১৭০	২৮০	৪৭,৬০০	১৯,৩৭০	২৮,২৩০
২	রত্না খাতুন	চিলাবাড়ী	১০	১৫৫	২৮০	৪৩,৪০০	১৯,৩৭০	২৪,০৩০
৩	মো. তাজ উদ্দিন	ইন্দ্রবেলতা	১০	২৫০	২৮০	৭০,০০০	১৯,৩৭০	৫০,৬৩০
৪	মো. আঃ মান্নান	ইন্দ্রবেলতা	১০	২৫০	২৮০	৭০,০০০	১৯,৩৭০	৫০,৬৩০
৫	মো. মুকুল মিয়া	বাসাখানপুর	১০	১৬৭	২৮০	৪৬,৭৬০	১৯,৩৭০	২৭,৩৯০
৬	মো. মিনহাজ উদ্দিন	বাসাখানপুর	১০	১৮৬	২৮০	৫২,০৮০	১৯,৩৭০	৩২,৭১০
৭	মো. আঃ ছালাম	চিলাবাড়ী	১০	২১২	২৮০	৫৯,৩৬০	১৯,৩৭০	৩৯,৯৯০
৮	মো. হাফিজুর রহমান	লাউজানা	১০	২০৫	২৮০	৫৭,৪০০	১৯,৩৭০	৩৮,০৩০
৯	মো. ফরিদ আহাম্মেদ	দাইন্যা চৌধুরী	১০	১৯৫	২৮০	৫৪,৬০০	১৯,৩৭০	৩৫,২৩০
১০	মো. নাজিম উদ্দিন	দাইন্যা চৌধুরী	১০	২১০	২৮০	৫৮,৮০০	১৯,৩৭০	৩৯,৪৩০
১১	মোছা. নূরজাহান	দাইন্যা চৌধুরী	১০	৩১০	২৮০	৮৬,৮০০	১৯,৩৭০	৬৭,৪৩০
১২	লাভলী আক্তার	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	১৯০	২৮০	৫৩,২০০	১৯,৩৭০	৩৫,৭৫৫
১৩	মো. মজিবর রহমান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	৩৩০	২৮০	৯২,৪০০	১৯,৩৭০	৭৬,৩৩০
১৪	রওশন আরা	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	২৭০	২৮০	৭৫,৬০০	১৯,৩৭০	৬০,৩৫৫
১৫	মোছা. মমতা বেগম	দর্জিপাড়া	১০	২০৫	২৮০	৫৭,৪০০	১৯,৩৭০	৩৮,০৩০
১৬	মো. আবু সাঈদ মন্ডল	বিলবাথুয়াজানী	১০	১৮৫	২৮০	৫১,৮০০	১৯,৩৭০	৩২,৪৩০
১৭	মো. শাহজাহান	দাইন্যা শিবরাম	১০	১৮০	২৮০	৫০,৪০০	১৯,৩৭০	৩১,০৩০
১৮	মো. আকবর আলী	বড় বিন্যাফৈর	১০	১৭০	২৮০	৪৭,৬০০	১৯,৩৭০	২৮,২৩০
১৯	মো. হাফিজুর রহমান	কোনাবাড়ী	১০	২১৫	২৮০	৬০,২০০	১৯,৩৭০	৪২,৪৮০
২০	মো. আলহাজ মিয়া	কোনাবাড়ী	১০	২০৫	২৮০	৫৭,৪০০	১৯,৩৭০	৪০,২৩০
		মোট	২০০	৪,২৬০	২৮০	১১,৯২,৮০০	৩,৮৭,৪০০	৮,১৪,৬০০

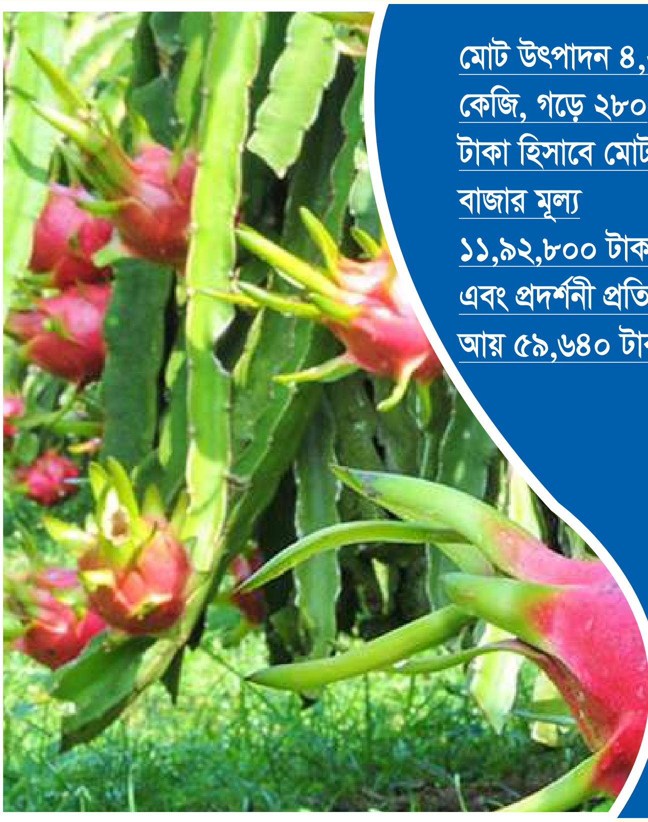

মোট উৎপাদন ৪,২৬০ কেজি, গড়ে ২৮০ টাকা হিসাবে মোট বাজার মূল্য ১১,৯২,৮০০ টাকা এবং প্রদর্শনী প্রতি গড় আয় ৫৯,৬৪০ টাকা।

চিত্র-৭: প্রকল্পের উৎপাদন ও আয়

মোট উৎপাদন	৪,২৬০ কেজি
প্রতি কেজির মূল্য	২৮০ টাকা
মোট বাজার মূল্য	১১,৯২,৮০০ টাকা
প্রদর্শনী প্রতি গড় আয়	৫৯,৬৪০ টাকা

সারণি-১১: উদ্যোক্তা কর্তৃক আবাদকৃত সমপরিমাণ (১০ শতক) জমিতে উৎপাদিত সাথী ফসল থেকে মোট আয় ,নীট আয় এবং লাভ ও ব্যয়ের অনুপাত

সাথী ফসল হিসেবে রবি মৌসুমে: ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, রসুন, লালশাক, মূলা এবং খরিপ মৌসুমে: ডাটা, পুইশাক, কলমিশাক ইত্যাদি চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটি হতে একহাত দূরত্ব বজায় রেখে সাথী ফসল রোপণ করতে হবে।

ক্রম.	চাষির নাম	গ্রামের নাম	মোট আয় টাকা	নীট মুনাফা টাকা	লাভ ও ব্যয়ের অনুপাত
১	মোঃ হযরত আলী	চিলাবাড়ী	১৮০০০	১৩২০০	২.৭৫
২	রত্না খাতুন	চিলাবাড়ী	১৫০০০	১০২০০	২.১৩
৩	মোঃ তাজ উদ্দিন	ইন্দ্রবেলতা	১৮৬০০	১৩৮০০	২.৮৮
৪	মোঃ আঃ মান্নান	ইন্দ্রবেলতা	১৬৯০০	১২১০০	২.৫২
৫	মোঃ মুকুল মিয়া	বাসাখানপুর	১৯৮০০	১৫০০০	৩.১৩
৬	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	বাসাখানপুর	১৯৮০০	১৫০০০	৩.১৩
৭	মোঃ আঃ ছালাম	চিলাবাড়ী	২০৮০০	১৬০০০	৩.৩৩
৮	মোঃ হাফিজুর রহমান	লাউজানা	১৪০০০	৯২০০	১.৯২
৯	মোঃ ফরিদ আহাম্মেদ	দাইন্যা চৌধুরী	১২৯০০	৮১০০	১.৬৯
১০	মোঃ নাজিম উদ্দিন	দাইন্যা চৌধুরী	১৫০০০	১০২০০	২.১৩
১১	মোছাঃ নূরজাহান	দাইন্যা চৌধুরী	১৮৩০০	১৩৫০০	২.৮১
১২	লাভলী আক্তার	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১২৮০০	৮০০০	১.৬৭
১৩	মোঃ মজিবর রহমান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১৯৮০০	১৫০০০	৩.১৩
১৪	রওশন আরা	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১৪৮০০	১০০০০	২.০৮
১৫	মোছাঃ মমতা বেগম	দর্জিপাড়া	১৪৩০০	৯৫০০	১.৯৮
১৬	মোঃ আবু সাঈদ মন্ডল	বিলবাথুয়াজানী	১০৩০০	৫৫০০	১.১৫
১৭	মোঃ শাহজাহান	দাইন্যা শিবরাম	১২৩০০	৭৫০০	১.৫৬
১৮	মোঃ আকবর আলী	বড় বিন্যাফৈর	১৪৮০০	১০০০০	২.০৮
১৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	কোনাবাড়ী	২০৩০০	১৫৫০০	৩.২৩
২০	মোঃ আলহাজ মিয়া	কোনাবাড়ী	২০৩০০	১৫৫০০	৩.২৩
		মোট	৩,২৮,৮০০	২,৩২,৮০০	-

সারণি-১২: ড্রাগন ফলচাষ ও অন্যান্য ফসল চাষের মধ্যে তুলণামূলক লাভ লোকসানের চিত্র

ক্রম.	চাষির নাম	ড্রাগন চাষে নীট আয় (টাকা)	অন্যান্য ফসল চাষে নীট আয় (টাকা)	ড্রাগন চাষে অতিরিক্ত লাভ (টাকা)	ড্রাগন ও অন্যান্য ফসল চাষে লাভের অনুপাত
১	মোঃ হযরত আলী	২৮,২৩০	১৩,২০০	১৫,০৩০	২.১৪
২	রত্না খাতুন	২৪,০৩০	১০,২০০	১৩,৮৩০	২.৩৬
৩	মোঃ তাজ উদ্দিন	৫০,৬৩০	১৩,৮০০	৩৬,৮৩০	৩.৬৭
৪	মোঃ আঃ মান্নান	৫০,৬৩০	১২,১০০	৩৮,৫৩০	৪.১৮
৫	মোঃ মুকুল মিয়া	২৭,৩৯০	১৫,০০০	১২,৩৯০	১.৮৩
৬	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	৩২,৭১০	১৫,০০০	১৭,৭১০	২.১৮
৭	মোঃ আঃ ছালাম	৩৯,৯৯০	১৬,০০০	২৩,৯৯০	২.৫০
৮	মোঃ হাফিজুর রহমান	৩৮,০৩০	৯,২০০	২৮,৮৩০	৪.১৩
৯	মোঃ ফরিদ আহাম্মেদ	৩৫,২৩০	৮,১০০	২৭,১৩০	৪.৩৫
১০	মোঃ নাজিম উদ্দিন	৩৯,৪৩০	১০,২০০	২৯,২৩০	৩.৮৭
১১	মোছাঃ নূরজাহান	৬৭,৪৩০	১৩,৫০০	৫৩,৯৩০	৪.৯৯
১২	লাভলী আক্তার	৩৫,৭৫৫	৮,০০০	২৭,৭৫৫	৪.৪৭
১৩	মোঃ মজিবর রহমান	৭৬,৩৩০	১৫,০০০	৬১,৩৩০	৫.০৯
১৪	রওশন আরা	৬০,৩৫৫	১০,০০০	৫০,৩৫৫	৬.০৪
১৫	মোছাঃ মমতা বেগম	৩৮,০৩০	৯,৫০০	২৮,৫৩০	৪.০০
১৬	মোঃ আবু সাঈদ মন্ডল	৩২,৪৩০	৫,৫০০	২৬,৯৩০	৫.৯০
১৭	মোঃ শাহজাহান	৩১,০৩০	৭,৫০০	২৩,৫৩০	৪.১৪
১৮	মোঃ আকবর আলী	২৮,২৩০	১০,০০০	১৮,২৩০	২.৮২
১৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	৪২,৪৮০	১৫,৫০০	২৬,৯৮০	২.৭৪
২০	মোঃ আলহাজ মিয়া	৪০,২৩০	১৫,৫০০	২৪,৭৩০	২.৬০
	মোট	৮,১৮,৬০০	২,৩২,৮০০	৫,৮৫,৮০০	৩.৫২

চাষি সমপরিমাণ জমিতে পরিবর্তক ফসল (ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, রসুন, লালশাক, মূলা, ডাটা, পুইশাক, কলমিশাক ইত্যাদি)এর পরিবর্তে ড্রাগন চাষ করত তবে গড় লাভ হত ২৯,২৯০ টাকা। তৃতীয় ফলন থেকে লাভ হবে ৭০,০০০ টাকা থেকে ১,১০,০০০ টাকা।

রেপ্লিকেশন

সারণি-১৩: উদ্যোক্তা-পর্যায়ে রেপ্লিকেশন প্লট স্থাপন

ক্রম.	চাষির নাম	গ্রামের নাম	জমির পরিমাণ (শতক)	খুঁটির সংখ্যা	চারার সংখ্যা	মন্তব্য
১	মোঃ তাজ উদ্দিন	ইন্দ্রবেলতা	১১	৬০	২৪০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
২	মোঃ আঃ মান্নান	ইন্দ্রবেলতা	১১	৬০	২৪০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৩	মোঃ ফরিদ আহাম্মেদ	দাইন্যা চৌধুরী	২	১০	৪০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৪	মোছাঃ নূরজাহান	দাইন্যা চৌধুরী	১৮	১০০	৪০০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৫	লাভলী আক্তার	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১১	৬০	২৪০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৬	মোঃ মজিবর রহমান	গ্রাম চৌবাড়িয়া	৫	২৬	১০৪	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৭	মোছাঃ মমতা বেগম	দর্জিপাড়া	১১	৬০	২৪০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৮	মোঃ হাফিজুর রহমান	কোনাবাড়ী	১২	৬৫	২৬০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
৯	মোঃ আলহাজ মিয়া	কোনাবাড়ী	১২	৬৫	২৬০	প্রদর্শনী স্থাপনকারী
১০	মোঃ লুৎফর রহমান	বড় বিন্যাফৈর	৮	৪৫	১৮০	নতুন উদ্যোক্তা
১১	মোঃ রেজাউল করিম	বাশারচর	৫৫	৩০০	১২০০	নতুন উদ্যোক্তা
১২	মোছাঃ সাহেরা	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১১	৬০	২৪০	নতুন উদ্যোক্তা
১৩	মোছাঃ রেনু	গ্রাম চৌবাড়িয়া	১০	৫৬	২২৪	নতুন উদ্যোক্তা
১৪	মোছাঃ সালেহা	চরপাড়া	৬	৩০	১২০	নতুন উদ্যোক্তা
১৫	মোঃ বেল্লাল হোসেন	ভুরভুরিয়া	৫	২৫	১০০	নতুন উদ্যোক্তা
১৬	আবু সামা	কৃষ্টপুর	২	১০	৪০	নতুন উদ্যোক্তা
১৭	সোলাইমান	দাইন্যা চৌধুরী	২৪	১২৫	৫০০	নতুন উদ্যোক্তা
১৮	আল-আমিন	গাম চৌবাড়িয়া	৪	২০	৮০	নতুন উদ্যোক্তা
১৯	মো. শহিদুল	কবিরা পাড়া	৪	১৭	৬৮	নতুন উদ্যোক্তা
২০	মো. সিরাজুল ইসলাম	গাম চৌবাড়িয়া	৫০	২৫০	১০০০	নতুন উদ্যোক্তা
২১	মোশারফ হোসেন	তামাট	৫৫	৩০০	১২০০	নতুন উদ্যোক্তা

রেপ্লিকেশন প্লট স্থাপনের জন্য প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পুরাতন বাগান থেকে চারা তৈরি করে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। খুঁটি, টায়ার, সার কীটনাশকসহ সকল খরচ উদ্যোক্তা নিজে বহন করেছে।

প্রকল্পভূক্ত ২০ জন উপকারভোগী তাদের ড্রাগন চাষ অব্যাহত রেখেছেন। অন্যদিকে তাদেরমধ্যে ৯ জন বাগান সম্প্রসারণ করেছেন।

বাজারজাতকরণ

টাঙ্গাইল শহরে ড্রাগন ফলের একটি ভাল বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। উত্তম কৃষি কলকৌশল (Good Agricultural Practices-GAP) ও জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত হওয়ায় এ ফলের চাহিদা ব্যাপক এবং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম।

দুজন স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী মো. নূরুল ইসলাম ও মো. বাহাদুর মিয়া কৃষকদের জমি থেকে সরাসরি ফল সংগ্রহ করে টাঙ্গাইল শহরের ফলের দোকানসমূহে সরবরাহ করেন।

৫ সাফল্যগাথা

মোছাঃ নূরজাহান

মোছাঃ নূরজাহান, দাইন্যা ইউনিয়নের দাইন্যা চৌধুরী গ্রামের একজন প্রান্তিক চাষি। তিনি দীর্ঘদিন এসএসএস দাইন্যা শাখার সদস্য। প্রকল্পের সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার জনাব গোলাম মোস্তফা তাহাকে ড্রাগন চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। এদেশে নতুন ফল হিসাবে ড্রাগন সম্পর্কে না জানায় প্রাথমিকভাবে দ্বিধায় থাকলেও পরবর্তীতে এ ফল চাষে মনস্থির করেন।

সংস্থা প্রদর্শনী স্থাপনের সকল খরচসহ প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ মোছাঃ নূরজাহান তাহার স্বামী ও সিঙ্গাপুর ফেরত ছেলে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক চাষ করায় প্রথম বছরেরই ১৫ কেজি ফলন পান। যার বাজার মূল্য ৪,১২৫ টাকা, ২য় বছরে ফলন পান ৩১০ কেজি যার বাজার মূল্য ৮৬ ৮০০ টাকা। অথচ প্রতি বছর সবজি চাষ করে সমপরিমান জমি থেকে আয় হয় গড়ে ১৮,৩০০ টাকা। আগামী বছর ১,৪০,০০০ টাকা আয় করার আশা করছেন।

মোঃ মুজিবর রহমান

মোঃ মুজিবর রহমান, দাইন্যা ইউনিয়নের গ্রাম চৌবাড়িয়ার একজন প্রান্তিক চাষী । তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন এসএসএস দাইন্যা শাখার সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তাহার পুত্রবধূ সদস্য। প্রকল্পের সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার জনাব গোলাম মোস্তফা তাঁকে ড্রাগন চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। এদেশে নতুন ফল হিসাবে ড্রাগন সম্পর্কে না- জানায় প্রাথমিকভাবে দ্বিধায় থাকলেও পরবর্তী সময়ে এ ফল চাষে মনস্থির করেন।

সংস্থা প্রদর্শনী স্থাপনের সকল খরচ সহ প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। প্রচণ্ড পরিশ্রমী মানুষ জনাব মজিবর রহমান প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক চাষ করায় ১ম বছরেরই ১২ কেজি ফলন পান । যার বাজার মূল্য ৩,৩০০ টাকা, ২য় বছরে ফলন পান ৩৩০ কেজি, যার বাজার মূল্য ৯২,০০০ টাকা। অথচ প্রতি বছর সবজি চাষ করে সমপরিমান জমি থেকে আয় হয় গড়ে ১৯,৮০০ টাকা। আগামী বছর ১,৫০,০০০ টাকা আয় করার আশা করছেন।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম

এসএসএস-এর উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল (ড্রাগন) চাষ সম্প্রসারণে প্রকল্পে সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষি ড্রাগন চাষের জন্য প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলেন বাসারচর গ্রামের জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর শেষে ৬০ শতাংশ জমি লিজ নিয়ে পেঁপে চাষ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে ৬০শতাংশ জমিতে ড্রাগন চাষের আগ্রহ প্রকাশ করায় এসএসএস-এর কর্মকর্তাগণ তাঁকে সদস্য হিসেবে ভর্তি করান। তাঁকে স্থাপিত প্রদর্শনী হতে চারা সরবরাহ করেন। তিনি ৩০০ খুঁটিতে ১২০০ চারা রোপণ করে প্রাথমিকভাবে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেছেন। প্রথম বছর জমিতে সাধারণভাবেই সকল প্রকার সবজি চাষ করেছেন, বিধায় তার পারিবারিক চাহিদা পূরণসহ স্বাভাবিক আয় হয়েছে। দ্বিতীয় বছর থেকে বাগানে ফলন আসা শুরু হবে, পাশাপাশি সকল প্রকার সবজিও চাষ করবে। ড্রাগন বাগানে ফল আসতে এক বছর সময় লাগলেও একই সাথে সবজি চাষে কোন বিঘ্ন ঘটেনা। তাই আয়েও কোন প্রভাব পড়ে না। আগামী বছর তার জমির ড্রাগন ফল থেকে তিন লক্ষ টাকা আয়ের আশা করছেন। সে এসএসএস-এর চারা ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ায় এসএসএস-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম। শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর শেষে ৬০ শতাংশ জমি লিজ নিয়ে পেঁপে চাষ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে ৬০ শতাংশ জমিতে ড্রাগন চাষের আগ্রহ প্রকাশ করায় এসএসএস-এর কর্মকর্তাগণ তাঁকে সদস্য হিসেবে ভর্তি করান। তাঁকে স্থাপিত প্রদর্শনী হতে চারা সরবরাহ করেন। তিনি ৩০০ খুঁটিতে ১২০০ চারা রোপণ করে প্রাথমিকভাবে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেছেন।

৬ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

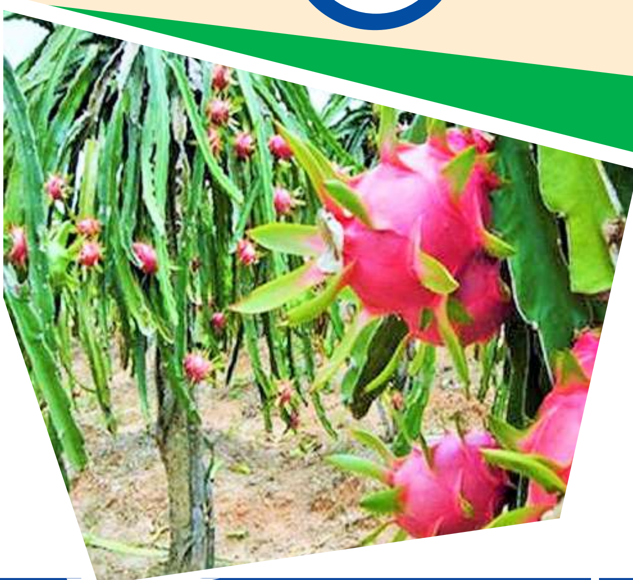

সারণি-১৪: ড্রাগন চাষ সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বর্তমান সমস্যাসমূহ	সমস্যাসমূহ উত্তরণের কর্মপন্থা	ভবিষ্যৎ চাহিদা	বিদ্যমান রিসোর্সসমূহ	সম্প্রসারিত কর্মএলাকা	মন্তব্য
০১. প্রাথমিকভাবে বেশি পুঁজির প্রয়োজন হয় বিধায় প্রান্তিক কৃষকদের আগ্রহ কম।	০১. প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দেয়া।		০১. কর্ম এলাকায় সংস্থার শাখা বিদ্যমান আছে।	টাঙ্গাইল জেলা	সংস্থা কর্মএলাকায় ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
০২. কারিগরি জ্ঞানের অভাব	০২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান		০২. প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সম্প্রসারণের জন্য দক্ষ জনবল বিদ্যমান।		
০৩. মানসম্মত চারার অভাব	০৩. নিজস্ব বাগান থেকে চারার যোগান দেয়া।		০৩. নিজস্ব বাগান থেকে চারার যোগান দেয়া সম্ভব হবে।		

ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হলো:

- সঠিক কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল থাকতে হবে।
- কৃষকের চাহিদাভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সমিতি ভিত্তিক স্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও কার্যক্রম চালু থাকে।
- উৎপাদিত পণ্যের জাতীয় ও আন্তজাতিক বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ আছে কিনা বিবেচনা করতে হবে।

পরিদর্শন

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সাফল্য পরিদর্শনে বিভিন্ন সময়ে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ, দাতা সংস্থা, উদ্যোক্তা ও ব্যক্তিত্ব আসেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু স্থিরচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর প্রতিনিধির পরিদর্শন

এসএসএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তার পরিদর্শন

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার একজন ড্রাগন চাষির পরিদর্শন

শেষবার্তা

পুষ্টি-মান, বর্ধনমুখী চাহিদা ও উর্ধ্ব-স্থিতিশীল মূল্য, সহজ চাষপদ্ধতি ও পরিচর্যা ড্রাগন-ফল চাষ সম্প্রসারণে এক অনবদ্য গতিশীলতা দান করেছে। অন্যদিকে প্রাথমিক-স্তরে সিংহভাগ বিনিয়োগ, ১২-১৮ মাস পরে ফল ধরা, অসংগঠিত বাজার ব্যবস্থা, সাধারণ জনতার জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কৃতি ও সাধারণ অনিহা, কারিগরি সীমাবদ্ধতা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসম্পদের দুস্প্রাপ্যতা, মূলধনের সংকট, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনার অভাব এবং নানা অনিশ্চয়তা--বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিদ্যমান। এ-সকল অন্তরায় দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে: কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে এগিয়ে আসার একান্ত আহ্বান রইল।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)
প্রধান কার্যালয়: হাউজ-৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০০৮৩৩৪-৫

ফাউন্ডেশন অফিস: এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, পোস্ট বক্স নং ১০, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ
ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২ ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com, Website: www.sss-bangladesh.org